আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস-২০১৩

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রথম বারের মত জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস পালন করছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে একটি বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

২০০২ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ একটি সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ১১ ডিসেম্বরকে আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। বিশ্বব্যাপি এ অনুষ্ঠানটি ১০ম বারের মতো এবং বাংলাদেশে দিবসটি প্রথম বারের মত পালন করা হচ্ছে। এতে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও দেশের অন্যান্য পার্বত্য অঞ্চলের জীবন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে বলে আমি বিশ্বাস করি। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবে আমাদের পাহাড় অঞ্চলে যে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে তার সাথে খাপ খাইয়ে জীবনমান উন্নয়নে আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় Mountains-Key to a sustainable future- কে সামনে রেখে পালিত এ দিবস পার্বত্য জনগণের টেকসই ভবিষ্যৎ গঠনের মৌলিক উপাদান সমূহ নিশ্চিত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এ দিবসের তাৎপর্য ও গুরুত্ব সঠিক ভাবে উপস্থাপন জনসচেতনায় সক্রিয় ভূমিকা রাখবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমি আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস- ২০১৩ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

টেকসহি আগামীর মেল বন্ধনঃ পাহাড় ও মানুষ

বাসুদেব আচার্য

পৃথিবীর চারভাগের তিনভাগ জল এবং একভাগ স্থল । এই এক চতুর্থাংশ স্থলভাগের এক চতুর্থাংশেরও বেশি (২৭%) জায়গা দখল করে নিয়েছে পর্বতমালা যার দ্বারা উপকৃত হচ্ছে প্রায় এক চতুর্থাংশ (২২%) মানুষ, এ সত্যটি প্রথম বারের মত জ্ঞান ভাণ্ডারে যুক্ত হবে- এমন লোকের সংখ্যা নেহাত কম হবে না বোধ করি। এত বিশাল এলাকা জুড়ে যে পর্বতমালা দাঁড়িয়ে আছে সেই পর্বতের গুরুত্ব মানুষের জীবনে অসীম।

আমরা সমতল পৃষ্ঠেই থাকি বা উঁচুভূমিতেই থাকি, পর্বতের সাথে সংযুক্ত থাকি । মানুষের জীবনে পর্বতের প্রভাব আমাদের ধারণার চেয়ে অনেক বেশি। পর্বত আমাদের সুপেয় পানি সরবরাহ করে, বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী ও উদ্ভিদের এবং পৃথিবীর প্রায় এক দশমাংশ মানুষের আবাসস্থলও এই পার্বত্য এলাকা । তারপরও জলবায়ু পরিবর্তন, খনিতে বিস্ফোরণ, দারিদ্র ইত্যকার কারণে পরিবেশের বিপর্যয়ের ফলে ব্যহত হচ্ছে পর্বতের স্বাভাবিক জীবন ।

পার্বত্য জীবনে কল্যানমুখী পরিবর্তনের লক্ষ্যে মানুষের জীবনে পর্বতের গুরুত্ব ততটা সচেতনতায় উপলব্ধ নয়। আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস পালন জীবনে পর্বতের গুরুত্ব সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে তুলতে পারে।

পর্বত দিবস পালনের সংস্কৃতি শুরু হয়েছিল অনেক আগে থেকে । যতদূর জানা যায় ১৮৩৮ সাল থেকে পর্বত দিবস পালিত হয়ে আসছে । যুক্তরাষ্ট্রের মাউন্ট হোলিওক কলেজের ছাত্ররা ক্লাশ বর্জন করে হোলিওক পর্বতের দিকে যাত্রা শুরু করে ১৮৩৮ সালের কোন এক দিন । এর পরে স্মিথ কলেজ ১৮৭৭ সালে তাদের কলেজের পর্বত দিবস ঘোষণা করে। জুনিয়েতা কলেজ তাদের পর্বত দিবসের ঘোষণা দেয় ১৮৯৬ সালে। এমনিভাবে যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর পুর্বাঞ্চলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পর্বত দিবস পালনের সংস্কৃতি চালু হয় উনবিংশ শতাব্দীতে । এর পরে সময়ের ব্যপ্তপরিসরে জনজীবনে পর্বতের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ২০০৩ সালে জাতিসংঘের সাধারণ সভায় প্রতি বছর ১১ ডিসেম্বর দিবসটিকে 'আর্ন্তজাতিক পর্বত দিবস' হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয় এবং তখন থেকেই বিভিন্ন দেশে এ দিবসটি গুরুত্বের সাথে উদ্যাপিত হয়ে আসলেও আমাদের দেশে এবারই প্রথমবারের মত দিবসটি সরকারীভাবে উদ্যাপনের উদ্দ্যোগ নিয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ।

এ বছরের আর্ন্তজাতিক পর্বত দিবস পালনের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে " Mountains - Key to a Sustainable Future"। এবারে দিবসটি পালনে মুলত: পার্বত্য এলাকাবাসীর দারিদ্র দুরীকরণের মাধ্যমে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে পর্বতের গুরুত্বের ওপরে ফোকাস করা হবে। পার্বত্য এলাকার গাছ পালা এবং পশু পাখির সাথে প্রাণহীন পারিপার্শ্বিকতার অবক্ষয় না ঘটিয়ে পর্বত এবং সমতলের মানুষের জীবনে নতুন সুযোগ সৃষ্টিতে সচেতনতা সৃষ্টি করবে এবারের প্রতিপাদ্য বিষয়।

বিশ্বের ২৭ শতাংশ মৃত্তিকা পর্বতাবৃত, ২২ শতাংশ মানুষ পর্বতের দ্বারা সরাসরি উপকৃত। পর্বতমালা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে সুপেয় পানীয় জলের উৎস এবং বিশ্বের অর্ধেক জনগোষ্ঠির প্রয়োজনে অবদান রাখছে নানাভাবে। পর্বত ও পর্বতমালার নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও বিচিত্রমুখী পরিবেশ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ বৈচিত্র্য এবং বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোষ্ঠির মানব সম্প্রদায়ের বিচরণ ক্ষেত্র । বিশ্বের প্রধান প্রধান প্রাণী বৈচিত্র্যের মধ্যে অত্যন্ত বিশুষ্ক অঞ্চল ও মরু এলাকা এবং নাতিশীতোষ্ণ বনাঞ্চল ও বরফ আবৃত মেরু অঞ্চলের প্রাণী-সকলের ক্ষেত্রেই পর্বতের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। পর্বত ভূ-পৃষ্ঠের এক চতুর্থাংশ প্রাণী বৈচিত্র্যের সহায়ক। বিশ্বের অর্ধেক জীব-বৈচিত্র্য পর্বতকে ঘিরেই বিভিন্নভাবে আবর্তিত। প্রায় সকল উল্লেখযোগ্য উদ্ভিদ, উভচর প্রাণী এবং পক্ষীকুলের আবাস হচ্ছে পার্বত্য অঞ্চল।

আমাদের অনেকের কাছেই নতুন সংবাদ মনে হতে পারে যে সারা বিশ্বের ৮০ শতাংশ খাদ্য সরবরাহ করছে কুড়িটি উদ্ভিদ প্রজাতি। এর মধ্যে ছয়টির জন্মস্থান ছিল পার্বত্য অঞ্চলে যেমন ভুট্টা, আলু, বার্লি, জোয়ার (sorghum), টমেটো ও আপেল। এখনকার স্তন্যপায়ী প্রজাতির অনেকগুলোর আদি নিবাস ছিল পার্বত্য এলাকায়। যেমন ভেড়া, ছাগল, চমরিগাই, লামা (Llama) এবং Alpaca ইত্যাদি। ল ক্ষণীয়, পার্বত্য অঞ্চলের বংশানুক্রমিক বহুমুখীতা, সাংস্কৃতিক বহুমুখীতা ও পরিবেশগত বিচিত্রমুখিতা সমতল এলাকার চেয়ে বেশি। তবে এটি সত্য যে, পার্বত্য অঞ্চলে পরিবেশ পরিস্থিতি ভূমিকম্প, দাবানল, জলবায়ু পরিবর্তন, চাষাবাদজণিত নিবিড়তা,অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও বিভিন্ন সশস্ত্র সংঘাত ইত্যাদি দ্বারা ক্রমবর্দ্ধিষ্ণুভাবে উপদ্রুত। এসবের ফলে পার্বত্যাঞ্চলের প্রাণীবৈচিত্র, উদ্ভিদ বৈচিত্র্য এবং জনসাধারণের জীবন-যাপন প্রণালী বিশেষভাবে প্রভাবিত হচ্ছে।

পার্বত্য এলাকায় ক্রমক্ষয়িষ্ণু ও ভঙ্গুর জীব-বৈচিত্র্য টেকসই উন্নয়নের জন্য একটি প্রতিবন্ধকতা তৈরী করছে এবং পূর্বাবস্থায় পার্বত্যাঞ্চলের পরিবেশ বৈচিত্র্যের পুনর্বাসন কঠিন হয়ে উঠছে। এরূপ বৈরী পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য পার্বত্য জীব-বৈচিত্র্যের সমস্যাসমূহের সমাধানের বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে "Convention on Biological Diversity" (CBD) এর সদস্যগণ ২০০৪ সালে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে পার্বত্য অঞ্চলের জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণ, এই সংরক্ষণের প্রয়োজনে কিছু সেবা প্রদান, দারিদ্র অবলোকন এবং সহশ্রাব্দ উন্নয়নের লক্ষ্যে অবদান রাখা। CBD কর্মসূচিসমূহ এ বিশ্বাসে ক্রমশ: দৃঢ় করা হচ্ছে যে অসাম্য, দারিদ্র, প্রান্তিক জনগোষ্ঠির দুরবস্থা, প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষয় রোধ, পরিবেশ সুরক্ষা, জীব-বৈচিত্র্যের সংরক্ষণে প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পার্বত্যাঞ্চলের কল্যাণে সহায়ক হবে।

পরিবেশ সুরক্ষা ও পুনরুদ্ধার এবং পার্বত্যাঞ্চলের মানব বসতি সুরক্ষার অর্থ, পার্বত্য সম্পদের সুচারু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ সেবা প্রদান। এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং পার্বত্য এলাকায় জীব-বৈচিত্র্যের জন্য কল্যাণমুখী কার্যক্রম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ ও যুক্ত করাই আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস পালনের লক্ষ্য । ২০০৩ সালের ১১ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস ঘোষণার সময় জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা(FAO) নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালনের দায়িত্ব পায়। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা তথ্য ও যোগাযোগ বিষয়ক বিভিন্ন উপকরণ উদ্ভাবন করে এবং আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস উদ্যাপনের জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক বিভিন্ন ভাষায় তা ব্যবহার্য করে তোলে ।

আন্তর্জাতিক পর্বত দিবসে আমাদের অঙ্গীকার হোক পার্বত্যাঞ্চলের জীব-বৈচিত্র্যকে মমতার সংগে সংরক্ষণ করে পার্বত্যবাসীর জীবন-যাপনের কল্যাণে এবং প্রাণী ও উদ্ভিদ বৈচিত্র্য সংরক্ষণে অবদান রাখার।

লেখক : যুগ্মসচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ১১ ডিসেম্বর জাতিসংঘ ঘোষিত "আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস-২০১৩" উদ্যাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'Mountains : Key to a sustainable future' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। এ উপলক্ষে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল পার্বত্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানাই।

পৃথিবীর প্রায় এক দশমাংশ মানুষ পার্বত্য অঞ্চলে বসবাস করে। পার্বত্য অঞ্চল জীববৈচিত্রের এক অফুরন্ত উৎস। পর্বতমালা পৃথিবীকে তার প্রয়োজনের প্রায় অর্ধেক স্বাদু পানি সরবরাহ করে। তাই মানুষের জীবনে পাহাড় ও পর্বতের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং জীবনের সাথে পর্বত শ্রেণী ও পার্বত্য অঞ্চলের মেলবন্ধন তৈরির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পর্বত দিবসের গুরুত্ব অপরিসীম।

আমরা সবসময়ই পার্বত্য অঞ্চল ও পার্বত্যবাসীর উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। গত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী শান্তি ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত পার্বত্য চুক্তির আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ গঠন করা হয়। গত পাঁচ বছরে সরকার পার্বত্যবাসীর জীবন-মান উন্নয়ন, জীববৈচিত্রের উন্নত ব্যবস্থাপনা, বনায়ন, জলবায়ু পরিবর্তন, যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তির প্রসার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, মোবাইল নেটওয়ার্কসহ সকল খাতের উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। উপজাতি নৃগোষ্ঠী ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তার নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি বজায় রাখার নানামুখী উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ভূমি বিষয়ক বিরোধ নিস্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

আমি আশা করি, আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস পালন অনগ্রসর পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের জন্য ইতিবাচক পরিবর্তন বয়ে আনবে। পার্বত্য অঞ্চল, পার্বত্যবাসী ও পার্বত্য জীববৈচিত্র সংরক্ষণে সচেতনতা সৃষ্টিতে আমি সবাইকে এগিয়ে আসার আহবান জানাই।

আমি আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস- ২০১৩ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

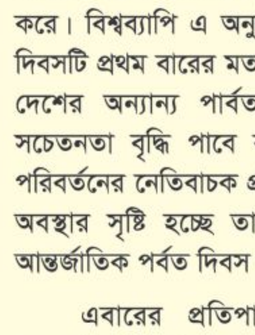

সচিব
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ভূ-পৃষ্ঠের স্থলভাগের এক চতুর্থাংশ পর্বতময় এবং পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ১২% পার্বত্য বাসী। মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সুপেয় জলের ৫০% এর উৎস পর্বত অঞ্চলে। দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা সমতলের চাইতে পার্বত্য এলাকায় বেশী। জলবায়ুর পরিবর্তন, ভূমিধস, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, কৃষি জমির অপ্রতুলতা, নির্বিচারে বৃক্ষ নিধন ইত্যাদি নানা কারণে পিছিয়ে পড়া পার্বত্য বাসীর জীবনধারা এবং জলবায়ু ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় পাহাড়-পর্বতের অবদান ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্য নিয়ে ২০০২ সনে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ১১ ডিসেম্বরকে 'আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে। চলতি বছর এই দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে Mountains: Key to a Sustainable Future.

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাংলাদেশে প্রথমবারের মত আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস উদ্যাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। পার্বত্য বাসীর জীবনমান উন্নয়ন ও টেকসই ভবিষ্যত গড়ার ক্ষেত্রে দিবসটির উদ্যাপন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচীতে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO), আন্তজার্তিক শ্রম সংস্থা (ILO), জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী (UNDP), বাংলাদেশ এ্যাডভেনচার ক্লাব, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা, সমন্বিত পর্বত উন্নয়নের আন্তর্জাতিক সংস্থা (ICIMOD), তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ, তিন পার্বত্য জেলা ও পুলিশ প্রশাসনসহ যে সকল সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান সহায়তা দিয়েছেন তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস-২০১৩ সফল হোক এই কামনা করি।

নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি

FAO

Message

International Mountain Day (IMD), observed on the 11th of December each year, is an opportunity to raise awareness about the importance of mountains, to highlight the opportunities and constraints in sustainable mountain development, and to build partnerships that will bring positive change to the world's mountain people and to the highlands. This year the theme for the IMD is "Mountains- Key to a Sustainable Future".

Bangladesh is observing IMD for the first time this year, through the combined efforts of the Ministry of Chittagong Hill Tracts Affairs and the Food and Agriculture Organization in Bangladesh, with additional support from UNDP and a number of other partners and organizations. This year the aim is to draw attention to issue of sustainability of mountain livelihoods.

Livelihoods are under threat from a combination of climate change, certain agricultural practices which have resulted in land degradation, and overall population pressure in the main hilly area of Bangladesh - the Chittagong Hill Tracts (CHT). But climate change adaption strategies are available based on indigenous knowledge, innovation, technology transfer and research. Traditional shifting cultivation systems can be modified to cope with land pressure. CHT also faces loss of biodiversity; there is a real and pressing need to conserve local indigenous plant genetic resources. In each case measures are needed, in consultation with stakeholders, to adapt, and to try to ensure the sustainability of livelihoods, and of food and nutrition security in the hills.

I believe this year's IMD will emphasise new openings for the protection and sustainable development of the hill districts, and put the issues of CHT in a broader context. FAO is fully supportive of all initiatives for the sustainable improvement of livelihoods, food security and nutrition of the people of CHT.

Mike Robson
FAO Representative in Bangladesh

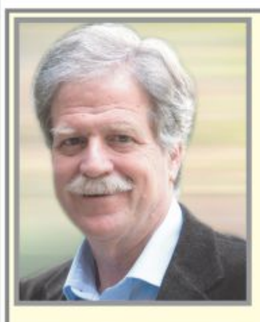

ICIMOD
FOR MOUNTAINS AND PEOPLE

Message

Although only 12% of the world's population resides in mountains, mountains provide 40% of the world's ecosystem services. For example, as the water towers of Asia, the Hindu Kush Himalayas provide water for 200 million people living in the region and over 1.2 billion people downstream, including the people of the plains of Bangladesh. Yet mountains and mountain people are under increasing pressure from climate change, outmigration, and high levels of poverty. Urgent attention is needed to help local people adapt to these changes for the benefit of people from both the mountains and the plains. This is also true of the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh, whose people are custodians of mountain ecosystems, yet face many of the same challenges of mountain people throughout the world.

ICIMOD congratulates Bangladesh for celebrating Mountain Day for the first time. Indeed, the people of Bangladesh are same of the best advocates of mountain issues on the global stage. This is no surprise given the clear connectivity between people living upstream and those downstream. Bangladesh has been a Regional Member Country of ICIMOD for 30 years, which also clearly shows the recognition by Bangladesh of the importance of mountains. In addition to working with Bangladesh partners in the Chittagong Hill Tracts, ICIMOD also works to address upstream and downstream water issues. ICIMOD is committed to continue its work in Bangladesh for mountains and people.

David Molden
Director General

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রতিমন্ত্রী
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস, ২০১৩ উপলক্ষে আমি পার্বত্যবাসীসহ দেশের সকল শান্তিকামী ও অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী মানুষকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। বাংলাদেশে দিবসটি প্রথম বারের মত পালনের মাধ্যমে দিবসটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে জনগণ সম্যক ধারণা পাবেন বলে আমার বিশ্বাস।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক ভিন্নতা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বৈচিত্র্যতা, ভেষজ দ্রব্যাদির পর্যাপ্ততা এই অঞ্চলকে বহু মাত্রিকতায় সমৃদ্ধ করেছে। সমতল ও পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত মানুষের জীবনধারার ভিন্নতার ফলে পার্বত্যবাসীকে প্রকৃতির প্রতিকূল প্রভাব মোকাবিলা করে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সর্বদা খাপ খাইয়ে জীবনযাপন করতে হয়।

আন্তর্জাতিক পর্বত দিবসকে সামনে রেখে পার্বত্যবাসী তাদের জীবনধারার কল্যাণমুখী পরিবর্তনে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ পাবে। সাথে সাথে সচেতনতার ফলে টেকসই ভবিষ্যৎ নির্মাণে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারে সচেষ্ট হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে দীর্ঘ দুই যুগব্যাপী সংঘাতের অবসান হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে উন্নয়নের দ্বার উন্মোচিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বিগত পাঁচ বছরে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য এলাকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ তথা অবকাঠামোগত ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। যা এবারের আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস-এর প্রতিপাদ্য 'Mountain: Key to a Sustainable future'-এর সাথে অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ।

পার্বত্যবাসীর দারিদ্র্য দূরীকরণের মাধ্যমে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে পাহাড়ের সঠিক ব্যবহার এবং এখানে বসবাসরত মানুষের জীবন ধারা অধিকতর গুরুত্ব পাচ্ছে। প্রকৃতি ও পরিবেশের অবক্ষয় না ঘটিয়ে সকল মানুষের সুষম জীবন বিকাশে এ দিবসটি ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস-২০১৩ সফল হোক-এ প্রত্যাশাই করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

দীপংকর তালুকদার, এমপি